জোহানেসবার্গ সম্মেলন-২০০২

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য

সমস্যা ঃ

স্বাস্থ্যবান জনগণ ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় ; তথাপি অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মকান্ডই পরিবেশের উপর প্রভাব রাখে, যার ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা উদ্ভূত হয় বা তা তীব্রতর হয়। হীন স্বাস্থ্য এবং রোগ ব্যাধি অনেক ক্ষতির কারণ ঘটায়। এইচআইভি/এইডস্ লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও ফলপ্রসু সময়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে; পাশাপাশি পানি ও বায়ু দূষণের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক গ্রো হারলেম ব্রান্টল্যান্ড-এর মতে, ১০ হতে ১৫ শতাংশ এইচআইভি প্রাদুর্ভাবের হার, যা এখন আর অস্বাভাবিক নয়, প্রতিবছর মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১ শতাংশ হ্রাস করে দিতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন যে, যক্ষা, যা এইচআইভি-সংক্রমনে আরো ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন করেছে; এপ্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ৩০ বছর আগে যখন কার্যকর নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহ প্রথমবারের মতো হাতের নাগালে এলো, তখনই যদি ম্যালেরিয়া দমন করা হতো, তাহলে আফ্রিকার জিডিপি হয়তো বর্তমানে ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতো।

গুরুত্বপূর্ন পরিসংখ্যান ঃ

- উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতিবছর অনুর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী ১১ মিলিয়ন শিশু মৃত্যুবরণ করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিল-এর তথ্য অনুযায়ী, এই মৃত্যুগুলোর শতকরা ৭০ ভাগের কারণ হয় ডায়রিয়া জনিত রোগ, শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সংক্রমন, ম্যালেরিয়া, হাম অথবা অপুষ্টি।
- গবেষণায় প্রতিভাত হয় যে, পরিবেশ প্রতিকূলতার কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক রোগ ব্যাধির শতকরা ৪০ ভাগই অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের আক্রান্ত করে, যদিও এসব শিশু পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিবছর পানিবাহিত রোগ ও বায়ু দূষণের ফলে ৫ হতে ৬ মিলিয়ন লোক মৃত্যুবরণ করে।
- বর্তমান বিশ্বে মোট প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধির শতকরা ২৫ ভাগের মূলে রয়েছে নিম্নমানের পরিবেশ।
- এইচআইভি/এইডস্-এর বিস্তার শুরুর পর হতে ৬০ মিলিয়নের অধিক লোক এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে এটি এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম প্রাণসংহারী রোগে পরিণত হয়েছে। ২০০১ সালের শেষ নাগাদ এক জরিপে দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাপী ৪০ মিলিয়ন লোক এই রোগে আক্রান্ত, যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বয়স ১৫ হতে ২৪-এর মধ্যে। এই রোগজনিত সমস্যাগুলোর শতকরা ৯২ ভাগই ঘটেছে উন্নয়নশীল দেশসমূহে।
- প্রতিবছর ৮.৮ মিলিয়নের মতো লোক যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয় এবং ১.৭ মিলিয়নের মতো এই রোগে মৃত্যুবরণ করে। যক্ষা আক্রান্ত রোগীদের ৯৯ ভাগই উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসী। অধিকাংশই দরিদ্র এবং তাদের বয়স ১৫ হতে ৫৪ বছরের মধ্যে।
- যক্ষা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান প্রচেষ্টা যদি জোরালো ও ব্যাপকতর করা না হয়, তবে ২০০০ হতে ২০২০ সাল সময়সীমায় ১ বিলিয়ন বাড়তি লোক যক্ষায় আক্রান্ত হবে, যার মধ্যে ২০০ মিলিয়ন লোক অসুস্থ্য হয়ে পড়বে এবং ৩৫ মিলিয়ন লোক এ রোগে মৃত্যুবরণ করবে।
- অনিরাপদ পানি সরবরাহ, অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং নিম্নমানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে ২০০০ সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনুর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী ১.৩ মিলিয়ন শিশু মৃত্যুবরণ করেছে।
- প্রতিবছর ম্যালেরিয়ায় ১ মিলিয়ন লোক মৃত্যুবরণ করে, যাদের ৭০ শতাংশেরও বেশী অনুর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশু। উপ সাহারীয় আফ্রিকায় প্রায় ৯০ শতাংশ ম্যালেরিয়া ঘটিত মৃত্যু ঘটে থাকে। হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতিবছর আফ্রিকায় ম্যালেরিয়া ১২ বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থনৈতিক ক্ষতি ঘটিয়ে থাকে।
- তীব্র শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সংক্রমনে অনুর্ধ্ব পাঁচ বয়সী যে ২.২ মিলিয়ন শিশু মৃত্যুবরণ করে, তাদের শতকরা ৬০ ভাগ মৃত্যুর জন্যে দায়ী গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ু দূষণ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবদ্ধ স্থানে জীব সম্প্রদায় জাত জ্বালানী পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট বায়ুদূষণ), পর্যাপ্ত তাপ ব্যবস্থার অভাব এবং অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর জীবনধারণের পরিবেশ।

আমাদের করণীয় ঃ

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ সম্মেলনে

সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ব্যাপক বিষয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছে; এসব সমস্যাগুলোর অনেক গুলোই প্রত্যক্ষভাবে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তারা একমত হন যে, ২০১৫ সাল নাগাদ সরকারসমূহ ঃ

- দৈনিক এক ডলার অপেক্ষা কম উপার্জনে জীবনধারণকারী লোকের সংখ্যা অর্ধেক নামিয়ে আনবে ;
- ক্ষুধা নিপীড়িত লোকের সংখ্যা অর্ধেক করবে ;
- পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনবে;
- মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হার তিন-চতুর্থাংশ কমিয়ে আনবে ;
- এইচআইভি/এইডস্-এর বিস্তার দমন ও তা ক্রমশ সংকুচিত করে নিয়ে আসবে ;
- ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য বড় আকারের রোগ-ব্যাধি সমূহের বিস্তার দমন ও এদের প্রসার ক্রমশ সংকুচিত করে নিয়ে আসবে।

স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে যোগাযোগ উদ্ভাবনের লক্ষ্যে WHO কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিশনের মতে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ জীবন রক্ষার পাশাপাশি সুস্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য আর্থিক মুনাফা অর্জনে ভূমিকা রাখে। ২০১৫ সাল নাগাদ একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে বাৎসরিক ৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা গেলে তা প্রতিবছর ৮ মিলিয়ন মানুষের জীবন রক্ষা ছাড়াও ৬ গুণ অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন করবে, ২০২০ সাল নাগাদ টাকার অংকে যা হবে বাৎসরিক ৩৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী।

জোহানেসবার্গ সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ, যা বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে, সেগুলো হল ঃ টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মসূচীসমূহে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পৃক্ত করা ; মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান জোরালো করা ; পরিবেশ অনুকূল পদ্ধতিতে ম্যালেরিয়া, যক্ষা, ডেঙ্গুজ্বর এবং অন্যান্য রোগ-ব্যাধি নির্মূলের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা ; গতানুগতিক রান্না ও তাপ উৎপাদন ব্যবস্থার স্বাস্থ্য-প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করা ; অধিকতর পরিশোধিত জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধি করা ; নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা ; এইচআইভি/এইডস্ মোকাবেলায় সহায়তা প্রদান ; এবং গতানুগতিক ঔষধ এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি বৃত্তিক অধিকার (Intellectual property rights) নিশ্চিত করা।

যোগাযোগঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
www.unicdhaka.org; e-mail: info.unic@undp.org